সংবাদ

তারিখ: 24 AUG 2012
পৃষ্ঠা: ১ ... ৬

সাড়ে তিন বছরেও নোট গাইডের অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ হয়নি

● অভিযানে নামছে ডিসি পুলিশ ইউএনও
● বাংলাবাজারে এ সপ্তাহে অভিযান

রাকিব উদ্দিন

নোট ও গাইড বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিক্রি ও বিতরণ নিষিদ্ধ হলেও সারাদেশে তা অবাধে বিক্রি হচ্ছে। ২০০৯ সালের শেষের দিকে উচ্চ আদালত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোট-গাইড, নিম্নমানের বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিক্রি ও বিতরণ করার উদ্দেশে মজুদ রাখা অবৈধ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু গত সাড়ে তিন বছরেও উচ্চ আদালতের নির্দেশ পুরোপুরি পালন করেনি মাঠ প্রশাসন। তবে শিক্ষা প্রশাসনের অনুরোধে মাঝেমধ্যে নামকাওয়াস্তে নোট-গাইডের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে মাঠ প্রশাসন।

জানা গেছে, এবার নিষিদ্ধ নোট-গাইড বাণিজ্যের লাগাম টানতে কঠোর হচ্ছে সরকার। বাজার থেকে অবৈধ নোট ও গাইড বই জব্দ করতে শীঘ্রই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আরেক দফা চিঠি দিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে ঢাকা জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, চলতি কিংবা আগামী সপ্তাহেই বাংলাবাজার, প্যারিদাস রোড, সূত্রাপুর নীলক্ষেতসহ রাজধানীর সব পুস্তক বাজারে অভিযান চালানো হবে।

অভিযোগ আছে অবৈধ নোট ও গাইড বইয়ের বাণিজ্য থেকে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিয়মিত মোটা অঙ্কের টাকা মাসোহারা পাচ্ছেন। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষা প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদেরও এ অনৈতিক বাণিজ্যের ভাগবাটোয়ারা দেয়া হচ্ছে। ফলে সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকছে অবৈধ নোট ও গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীরা। দেশব্যাপী চলা অবৈধ নোট-গাইডের বাণিজ্যের লাগাম টানতে অবৈধ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

অবৈধ : বাণিজ্য বন্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গত নভেম্বরে জেলা প্রশাসকসহ (ডিসি) মাঠ প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের চিঠি দিয়েছিল এনসিটিবি। কিন্তু অনৈতিক এ বাণিজ্য বন্ধে কোন অভিযানই পরিচালনা হয়নি। বর্তমানে রাজধানীর বাংলাবাজার ও নীলক্ষেতসহ সারাদেশে অবাধে চলছে নোট ও গাইড বইয়ের বাণিজ্য। ঢাকার ডিসি মহিবুল হক গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, 'প্রায় দু'মাস ধরে অবৈধ নোট-গাইড বই জব্দের অভিযান পরিচালনা হচ্ছে না। তবে এ সপ্তাহ কিংবা আগামী সপ্তাহ থেকেই জোরালো অভিযান চলবে'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদ'কে জানান, 'বাজার থেকে নিষিদ্ধ নোট-গাইড জব্দ করতে ডিসি, পুলিশ সুপারসহ মাঠ প্রশাসনে বহুবার চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু যথাযথ সাড়া মিলেনি। তাই এবার সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চাওয়া হচ্ছে'। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) জানায়, সারাদেশ থেকে নিষিদ্ধ নোট-গাইড জব্দ করতে ৬৪ জন ডিসি, সব জেলা পুলিশ সুপার এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) চিঠি দেয়া হয়েছিল ২২ নভেম্বর। আর এ ধরনের অবৈধ ব্যবসার লাগাম টানতে মেট্রোপলিটন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত (মোবাইল কোর্ট) পরিচালনারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে ডিসি, পুলিশ সুপার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন সংবাদ'কে বলেছেন, জরুরি ভিত্তিতে সারাদেশে অবৈধ নোট, গাইড ও নিম্নমানের বইয়ের বাণিজ্য বন্ধ করে এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ডিসি, পুলিশ সুপার ও ইউএনও'দের বহুবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ বলেন, নোট ও গাইড বই নিয়ে কাউকে বাণিজ্যের সুযোগ দেয়া উচিত নয়। কারণ ভুলে ভরা ও নিম্নমানের নোট ও গাইড বই পড়ে কোমলমতি শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে তাদের সৃজনশীলতা।

এনসিটিবি জানায়, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট ও গাইড বই মুদ্রণ ও বাজারজাত করা সম্পূর্ণরূপে উচ্চ আদালত নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু ঢাকার বাংলাবাজারসহ সারাদেশের কিছু ব্যবসায়ী নোট ও গাইড মুদ্রণ ও বিক্রি করে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করছে, যা আইনের পরিপন্থি। এ অবস্থায় নোট ও গাইড বই বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম নেই : রাজধানীর বিভিন্ন পুস্তক বাজার ও অবৈধ নোট-গাইড বিক্রির ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনা জন্য গত ঢাকা জেলা প্রশাসন ৯টি মোবাইল কোর্ট গঠন করেছিল। প্রথমে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাবাজার ও প্যারিদাস রোডে কয়েকটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাবাজার ও নীলক্ষেতের প্রায় সব বিপণি বিতানেই বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই। একপর্যায়ে প্রভাবশালী মহলের তদবিরের কারণে সবক'টি মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমই বন্ধ হয়ে যায় বলেও এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ সুযোগে সূত্রাপুর থানা পুলিশের সহায়তায় বাংলাবাজারে প্রায় 'আড়াইশ' প্রতিষ্ঠানে অবাধে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ নোট-গাইড। আইনে যা আছে : দেশে নোট বই প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে ১৯৮০ সালে একটি আইন করা হয়। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নোট বই ছাপা ও বাজারজাতকরণ বন্ধের উদ্যোগ নেয়। ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর সরকারের অননুমোদিত নিম্নমানের বই, নোট ও গাইড বই বাজারজাত বন্ধ করতে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের সাহায্য নিতে ডিসিদের নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রয় সমিতির তৎকালীন সভাপতি আবু তাহের ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। ওই রিট আবেদনে বলা হয়, নোট বই নয়, গাইড বই প্রকাশ করে তা বাজারজাত করা হচ্ছে। কিন্তু রিট আবেদনকারীর যুক্তি খণ্ডন করে উচ্চ আদালত ওই বছরের ১৩ মার্চ ১৯৮০ সালের নোট বই নিষিদ্ধকরণ আইনের আওতায় নোট বইয়ের সঙ্গে গাইড বইও বাজারজাত ও বিক্রি নিষিদ্ধ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ বহাল রাখেন। পরে উচ্চ আদালতের রায়ের পর রিট আবেদনকারী আপিল করবেন উল্লেখ করে উচ্চ আদালত আদেশ স্থগিত করতে আপিল বিভাগে আবেদন করেন। আপিল বিভাগ ওই আবেদন খারিজ করে দেন।

পরে ২০০৯ সালের নভেম্বরে নোট-গাইড বই নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন তৎকালীন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আবু তাহের। তখন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ উচ্চ আদালতের আদেশ স্থগিত করেন। এতে পুনরায় নোট ও গাইড বই বাজারজাত শুরু হয়। এ অবস্থায় অ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের নভেম্বরে আপিল বিভাগে বিষয়টির ওপর শুনানি হয়। শুনানি শেষে আপিল খারিজ করে দেয় আদালত। ফলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোট-গাইড, নিম্নমানের বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিক্রি ও বিতরণ করার উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা অবৈধ হয়।